আগুনের ফুল

আমি, চাহিনা শিষ্ট, চাহিনা শান্ত,
চাহিনা নিরীহ মেষ।
আমি, চাহি যে রুদ্র, চাহি যে চণ্ড,
চাহি বীরেন্দ্র-বেশ।

* * *

চাহি শুধু আমি এই,—
ভারতবর্ষ ভারতবাসীর ;
পর-অধিকার নেই।"

আগুনের ফুল

শ্রীঅমূল্যকুমার রায় চৌধুরী, বি, এ

আর্য্য-পাব্লিশিং কোং
পি ৫৭ রসারোড্
কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীসুরেশচন্দ্র বর্ম্মণ
পি ৫৭ রসারোড
কলিকাতা

১৩৩৯

দাম পাঁচ সিকি

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,
প্রিণ্টার—শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার,
৭১।১নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৭৬৫।২৭

উৎসর্গ

ভবিষ্যৎ বাংলার যাঁরা আশা-মুকুল ;
অতীতের ব্যর্থতাকে এবং অজানার
অন্ধকারকে যাঁরা সমান ভাবেই উপেক্ষা
করে থাকে ; যাঁরা মরা বাঁচার লাভ
লোক্‌সান না ভেবে কেবল চলার নেশাতেই
এগিয়ে চল্‌তে জানে ; যাঁদের পাথেয় শুধু
আপন প্রাণের অফুরন্ত আশা ও
আনন্দ,—আগুন ভরা তূণের
মালিক বাংলার সেই বালক বীরদের
হাতেই স্নেহের রক্তচন্দনে মাখান আমার
এই "আগুনের ফুল" অর্পণ করলুম ।

দুটি কথা

নিজের ভেতরকার দিক্‌টায় চেয়ে দেখবার মত ক্ষমতা যখন থেকে হয়েছে, তখন থেকেই লক্ষ্য করে আস্‌চি যে, দেবী আমার—সাধনা আমার—স্বর্গ আমার—এই যে—"আমার দেশ"—এঁর যত সব পরম সুন্দর পবিত্র কিশোর কিশোরী—আমার যত সব ছোট ভাই বোন্—তাঁদের প্রতি একটা আন্তরিক আকর্ষণে এ বুকের অনেকটাই ছেয়ে রয়েছে।

তাই, অনেক দিন থেকেই এঁদের হাতে ভাল একটা কিছু তুলে দেবার—এঁদের মুখে এতটুকুন বিমল আনন্দের—এতটুকুন তেজোদ্দীপ্তির অরুণ আভাস ফুটিয়ে তুল্‌বার সাধ মাঝে মাঝে মনের ভেতরে সজাগ্ হয়ে উঠ্‌ছিল।

অনেক দিনের সেই সব সুপ্ত বাসনার পরিণতিই হচ্ছে "আগুনের ফুলে"র এই ক্ষুদ্র গুচ্ছটি। কিন্তু নানা বাধা বিঘ্ন হেতু এবং উপযুক্ত

সময়াভাবে—এই পুষ্প-চয়ণে ও গুচ্ছ-বন্ধনে অনেক ত্রুটিই রয়ে গেছে।

এ সত্ত্বেও যদি দেশের ভাই বোনেরা আমার এই ফুলের খেলায় ক্ষণেকের জন্যও ভুলে থাকে—সুখী হয়,—এর একটা ক্ষীণতম অনুভূতির ছাপও যদি কারো ভবিষ্যৎ জীবনে থেকে যায় তা'হলেই পরিশ্রম সার্থক মনে করব।

ভবিষ্যতে এ বিষয়ে সুধী পাঠক-পাঠিকাদের সুযুক্তিপূর্ণ মতামত সাদরেই—গ্রহণ করবার ইচ্ছা আমাদের রইল।

এই লেখার ভেতর দিয়ে সাহিত্য-সম্পর্কিত কোন দুরাকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত করবার মত বাসনা আমার নেই। এ রকমের সন্দেহ যদি কারো মনে ভুলেও জাগে, তবে এই দরিদ্র অরসিক ফুলের মালিটির প্রতি যে নিতান্তই অবিচার করা হবে তাতে আর সন্দেহ নেই।

সব শেষে আমাকে স্বীকার কত্তেই হবে যে,—

হিতৈষী সুহৃৎ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বর্ম্মণের অক্লান্ত চেষ্টা "ভারতী" "আনন্দবাজার" "বেণু" ও "প্রবর্ত্তক" প্রভৃতি কার্য্যালয়ের বিশেষ আনুকুল্য, দু-তিন জন লব্ধ প্রতিষ্ঠ এবং শ্রদ্ধাভাজন সাহিত্যিক শুভাকাঙ্ক্ষীর আন্তরিক সহানুভূতি, এবং সুনিপুণ তরুণ শিল্পী শ্রীযুক্ত নবজ্যোতি বর্ম্মণের বন্ধুজনোচিত সহায়তা ভিন্ন "আগুনের ফুল" এমনি ভাবে ও প্রকাশ করা আমার মত লোকের পক্ষে কখনই সম্ভব হয়ে উঠ্‌ত না। এঁদের সকলের কাছেই —এ জন্য আমি চিরদিন ঋণ স্বীকার করব।

গ্রন্থকার

আগুনের ফুল

আগুন্ ফুল,
দোদুল্ দুল্।
আগুন্ ফুল্
দোদুল্ দুল্॥
নাইরে তুল্,
আগুন্ ফুল্।
নাইরে তুল্,
আগুন্ ফুল্॥
বল্ না ফুল্,
বাস্ কোথায়?
সত্যি বল্,
কোন্ লতায়?
বল্‌ছে ফুল্,
হায়রে হায়;
কোথায় তোর্
মন্ কোথায়?

আগুনের ফুল

ওই যে শ্যাম্
বহ্নি ক্ষীণ্ ।
জ্বল্‌ছে দেখ্
রাত্রি দিন্ ॥
জ্বল্‌ছে জল্,
আকাশ থল্ ।
জ্বল্‌ছে দ্যাখ
ফুল ও ফল ॥
জ্বল্‌ছে ছ্যাখ
গহন্ বন্ ।
জ্বল্‌ছে সব্
পরাণ্ মন্ ॥
শ্মশান্ পর্
পাগ্‌লা শিব্ ।
জ্বল্‌ছে ভাল্,
জ্ঞানের দীপ্ ॥

আগুনের ফুল

জ্বল্‌ছে দিন,
রাত্রি জ্বলে।
জ্বল্‌ছে কাল্,
তাই না চলে ?
জগৎ-ময়্
আগুন্ শিখা ;
লিখ্‌ছে নিতি
ফুলের লিখা
আপন্ ভোলা
দেখরে আজ্।
দেখ্‌রে তোর্
মনের মাঝ্॥
ছাখ্‌রে তুই
ভুবনময়,
আগুন ফুল
আগুনময়

আগুনের ফুল

মরণ্ রাত্
কালোয় কালো।
জীবন-বহ্নি
আলোয় আলো॥
রাত্রি ঘোর্
ওই যে ভোর্।
প্রাণের থাল্
ভর্‌রে তোর্॥
তোল্‌রে ফুল্,
আগুন্ ফুল্।
তোল্‌রে ফুল্,
দোদুল্ দুল্॥
আগুন্ 'ফুল্'
আগুন্ ফুল্।
নাইরে ভুল্,
নাইরে ভুল্॥

"বন্দেমাতরম্" !

আয় আয় ভাই, সবে মিলে গাই,
মধুর "বন্দেমাতরম্ !"
ভয় ভেঙ্গে যাবে, প্রাণে বল পাবে
গাহি গীতি অতি মনোরম্ ॥
এই গান গেয়ে, ডাকি যদি মায়ে,
এক সাথে মোরা মিলিয়া ।
হাসিবে এখনি, মোদের জননী
সব দুখ যাবে ভাসিয়া ॥
দেখ মুখ তুলে, হিমালয় কোলে,
মা'র মুখখানি ভাসে ।
মাথার মুকুট, তুষার কিরীট,
রবির কিরণে হাসে ॥
গঙ্গা যমুনা, নাহিক তুলনা,
মালা হয়ে গলে দোলে ।
কৃষ্ণা কাবেরী, পায়ে গড়াগড়ি,
নূপুরের সম বোলে ॥

অতি সুকোমল, চরণ কমল,
কুমারিকা বুকে ধরে।
সাগরে লঙ্কা, বাজায়ে ডঙ্কা,
মা'র জয়-গান করে ॥
সব মাটি জলে, ধানে ফুলে ফলে.
মায়ের স্তন্য ঝরে।
শয়নে স্বপনে, জনমে মরণে
মা'-ই সদা বুকে ধরে ॥
যত দুখ তাপে, অধীনতা পাপে,
মা'র চোখে বহে জল্।
মা'র ছেলে হয়ে, এই সব সয়ে,
নীরব রবে কে বল্?
আয় সবে মিলি, আনি ফুল তুলি,
গাথি ফুল-হার মনোরম্।
মা'র পূজা করি, অন্তর ভরি,
গাহিয়া "বন্দে মাতরম্ !!"

প্রভাত কামনা

তোমারি স্নেহের
সুকোমল কোলে
যাপিয়া সারাটি রাত,—
মেলিয়া আবার
নয়ন যুগল
হেরিনু সুপ্রভাত ॥
তোমারি করুণা
অরুণ-আলোক
বাঁচাল পুণ্য প্রাতে।
সারাটি দিবস
হে প্রিয় আমার
রহিও আমারি সাথে ॥
মনে মানি যেন
তোমারি আদেশ
করি আমি সব কাজ।

যত অপূর্ণ
করিও পূর্ণ
দূর কোরো মোহ লাজ ॥
দিও গো শকতি
ভকতি রাখিতে
তোমারি চরণে নিতি ।
মরম বীণায়
বাজে যেন সদা
তোমারি প্রেমের গীতি ॥



অরুণ আলো

অরুণ উদিল পূবে আঁধার নাশি।
হাসিল নতুন রবি নতুন হাসি ॥
আলোক পড়িছে ঝরে ধরার বুকে।
জাগিছে যতেক জীব নবীন সুখে ॥
ইসারায় কেবা কয় মরম্ মাঝে,—
"সাজ্ ভীরু, ভৈরব-ভয়াল্-সাজে ॥"
ঈশানে উঠিছে মেঘ ভোরের বেলা।
এখনি হবে কি সুরু ঝড়ের খেলা ?
উতরোল্ হবে কি রে গঙ্গার জল ;
ওপারের খেয়া নাও হবে টল্ মল্ ?
উষার অমল রূপ কালো মেঘে ছায়।
তরুণ তপন-ছবি লুকালো কোথায় ?
ঋষি-জন-সন্তান মোরা ভারতের।
আমরা কি করি ভয়, ঝড়-ঝাপটের ?
৯-কারের মত ঐ মাথাটি গুঁজে,
আঁধারে র'ব কি ভাই, দু'চোখ বুজে ?

আগুনের ফুল

এস ভাই চলে যাই — যে যার কাজে।
মা' দিয়েছে জয়-টীকা — কপাল মাঝে॥
ঐ হের আসে ঝড়, — অধীর তেজে।
রহিব কি ঘরে মোরা — মিছাই সেজে ?
ওঠ্ ওঠ্ ছুটে চল — সময় যে নাই।
খেয়া নাও বেয়ে যায় — ঐ মাঝি ভাই॥
দৌড়িয়ে চল্ ওরে — —নৌকা যে চাই।
ওপারে যেতেই হবে — —কোন ভয় নাই॥
সংসারে সকলেই — কাজ নিয়ে আসে।
বাধা যত ঠেলে পায় — জয়েরি আশে॥
হা-হা-হাঃ-কিছু না — ভাবনা মিছে।
আগে চল্ আগে চল্ — চাস্‌নে পিছে॥
বাধা বাঁধ কিছু নেই — এ সংসারে।
খাঁটি এক প্রেম শুধু — বাঁধিতে পারে॥

ভোরের গান

(১)

নাইরে রাতি,
নাইরে রাতি,
ভোরের আলো ডাকে।
ঊষার গালের
বস্‌রা গোলাপ
ফুট্‌ল মেঘের ফাঁকে ॥
রাতের তারা,
বল্‌ছে "মোরা,
যাই গো এবার যাই।
ডাক্‌ছে ছায়া
মায়ার হাতে,—
নাইরে সময় নাই ॥
অশ্রু-শিশির
রইল মোদের,
পর্ণ-পুটে পড়ে'।

(২)

লও গো অরুণ,
অর্ঘ্য মোদের,
উজল হাতে ধরে" ॥
হাজার পাখী,
কুলায় থাকি,
বল্‌ছে "ওগো আলো,—
দৃষ্টি-হারা
অন্ধ মোদের
নয়ন-প্রদীপ-জ্বালো !"
বনের কোণে
কুসুম কাঁদে,—
"দাও গো আলো দাও।
বুকের মাঝে
গন্ধ আমার,
নাও গো লুটে নাও ॥"

(৩)

শিউলি বকুল
আকুল হয়ে
লুণ্ঠে ধরাতল ॥
"কোথায় রবি,
তরুণ ছবি,
ভোরের হাওয়া বল্ ?"
অন্ধকারের
বন্দীশালা,
ভাঙ্গ্‌রে আলো-ভাই।
মুক্ত আলো,
মুক্ত বাতাস,
চাইগো মোরা চাই !!





৬৯

মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

করম চাঁদ করিলে কাজ

করমেরি মত বটে।

দেবতার মত—তোমারি নাম

দেশে দেশে তাই রটে॥

সুনাম কুনাম হরষ বিষাদ

কিছু ত টলাতে নারে।

সফল করিতে সাধনা তোমার

সপিয়াছ আপনারে॥

খাদির পোষাকে সাজালে মায়েরে,

শুনালে নূতন অভয় বাণী।

জাগায়ে স্বাধীন করম-শকতি—

ঘুচালে সবার সরম খানি॥

ঘুচালে অভাব চরকা চালায়ে

যতেক অন্ন-হীনের ঘরে।

হেন মতে তুমি করি তিল তিল

তুলেছ দেশের শকতি গড়ে॥



গোপালকৃষ্ণ গোখেল

গোখেল ছিলে মারহাটারি
একটি উজল মণি।
প্রভায় তব, উজল হলো,
দুখের কালো খনি॥

হঠাৎ আলো, নিভে গেল,
লাগ্‌ল বিষম ধাঁ ধাঁ।
খুঁজ্‌লে কি আর, মিল্‌বে তুমি ?
বৃথাই খুঁজে কাঁদা !!

লালমোহন ঘোষ

ঘোষের সম উদার সরল ক'জন পাওয়া যায় ?
দেশের দুখে পরাণ তাঁহার কর্‌তো রে হায় হায় ।।
সবার ছিলেন সহায় তিনি, বিপদে সম্বল ।
তাঁর অভাবে সত্যি এ দেশ হয়েছে দুর্‌বল ।।





রমেশচন্দ্র দত্ত

'ঙ'-র মত তন্দ্রানত যখন ছিল দেশ,
উমেশ রমেশ আস্‌ল যত— বীরত্বে অশেষ ॥

ভাঙ্গ্‌ল তারা গভীর ঘুম্‌, উঠ্‌ল সবাই জেগে।
ঝল্‌সে গেল সবার চোখ্‌ নতুন আলোক লেগে॥

ভুঁইয়া-চাঁদরায়

চাঁদ রায়, আজি হায়, কোথা তোমরা।
হেথা বসে মন দুখে, ভাবি আমরা॥
ডরিত, বাঙ্গালী-বল মোগল পাঠান।
হায় কোথা, সেই তেজ,—সে উদার প্রাণ?



রাণা প্রতাপ সিংহ

চাহিয়া চাহিয়া আকাশের পানে,
কেন বা কাঁদিছ হায় মেবার !
আঁখি অনিমেষ ফেরে গ্রহলোকে,
তবু দেখা কি গো দিবে সে আর ?
স্বাধীনতা ছিল সাধনা যাঁহার,
শুধু ত্যাগ ছিল যাঁহার বল ;
বনবাসী ঋষি সে রাণা প্রতাপ
কোন্ লোকে আজ্ কে জানে বল্ ?
সে বীরের ব্যথা পাষাণী মেবার,—
শুধু তোর্ একা নয় রে নয় !
চেয়ে দেখ্ গোটা ভারতের প্রাণ—
তাঁর লাগি কেঁদে আকুল হয় ॥



ছত্রপতি শিবাজী

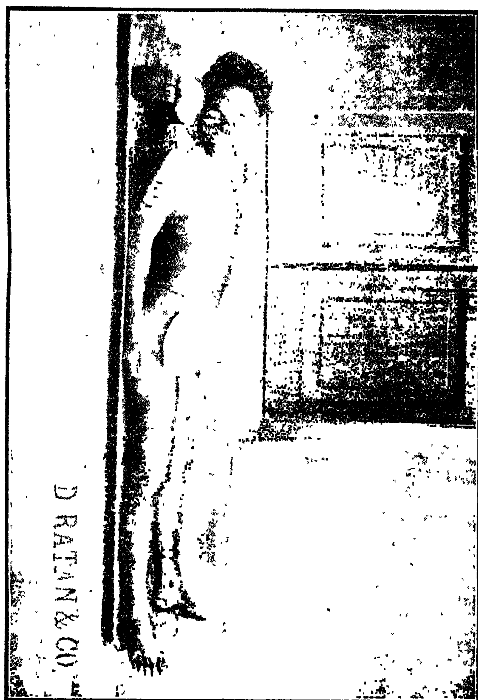
ছত্রপতি শিবজী তুমি
বীর ছিলে একজন !
তোমায় ভেবে আজো মোদের
মত্ত পরাণ—মন !
বাদ্সা জাদা তোমার নামে
উঠ্‌ত শিহরিয়া।
মাওলি-সেনার দর্পে অরির
কাঁপ্‌ত কঠিন হিয়া ॥
পড়ল ভেঙ্গে পদাঘাতে
দুর্গের-ই প্রাচীর
বিশ্ববাসী বল্‌লে সাবাস,—
হিন্দু বটে বীর ॥
আত্মহারা ভারত সে দিন
দেখ্‌লে স্বপনে।
দেশ জুড়ে ঐ গেরুয়া-নিশান
উড়ছে পবনে ॥

যতীন্দ্রনাথ সুর ও চন্দ্রকান্ত দেব

জগত সভায়, অমল শোভায়,
কে আসিলি তোরা বালক বীর ?
স্বজাতির লাগি, কে তোরা তেয়াগী,
দাঁড়ালি দর্পে তুলিয়া শির ?

*　　*　　*

দস্যুরা যবে, মাতিল আহবে,
অবলার বুকে জাগাল ভয়,
চন্দ্র, যতীন, রুখিলে সে দিন,—
গাহিয়া উচ্চে হিঁদুর জয় !
জননীর মান বাঁচালে, পরাণ
ডালি দিয়ে রণদেবীর পায় !
এ পূত কাহিনী, দিবস যামিনী,
স্মরিবে হিন্দু এ বাঙ্গলায় !!

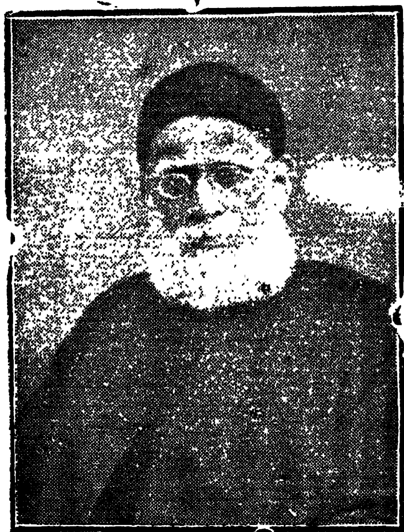


চন্দ্রকান্ত দেব



সার জগদীশ বসু

জগদীশ তুমি প্রাণের পরশ
পেয়েছ জগৎময় ।
তাইত জগৎ প্রণমি তোমার
চরণের ধূলি লয় ॥
ভারতের দেব-ঋষিদের কথা
হাসিত যাহারা শুনে।
আজ তারা তা-ই সত্য মানিছে
তোমারি সাধনা গুণে ॥



সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঝড়ের বেগে সুরেন্দ্রনাথ

আস্‌লে হঠাৎ বাঙ্গ্‌লাতে।

এমন মাতা মাতিয়ে দিলে,

পার্‌লে না কেউ সাম্‌লাতে।

বঙ্গ-বিভাগ সইলো না কেউ—

রুখ্‌ল সবাই সব্‌ ভুলে।

বিপদ বুঝে নিজেই রাজা

বিধান দিলেন তাই তুলে॥

মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন

মিঞা লিয়াকৎ মৌলবী, অতি

সদাশয় সাধু উদার-প্রাণ।

নিত্য নবীন আশার ছলনে—

নিজ পথ নাহি ছাড়িতে চান॥

সত্য বুঝিলে বলেন সকলে,

কাহারেও নাহি তাঁহার ডর।

খোদার করুণা বিনা কারো দয়া

চাহে নাক আর সে নর-বর॥

জেম্‌সেদজী টাটা

টাকার থলি আগ্‌লে বসে
রয়নি টাটা চুপ্‌ করে।
ব্যব্‌সা খুলে দুঃখ দেশের
চাইছে দিতে দূর্‌ করে॥
ঐ যে বিপুল কর্ম্মশালা,—
খাট্‌ছে শতেক আম্‌লারা।
হাস্‌ছে খেয়ে পেট্‌টি পুরে
আজ্‌কে হাজার কাম্‌লারা॥





দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঠাকুর দ্বিজ দেখালে নিজ জীবনে ঋষি হয়ে।
বাঙ্গালী আজি চলহে তাঁর চরণের ধূলি লয়ে ॥
বাণীর কৃপা ভিন্ন কিছুই চাহেনি তাঁর মন।
যশের লোভে পরাণ কভু হয়নি উচাটন ॥



আগুনের ফুল

ডাক দিল যেই দেশ জননী,—
পরলো ত্যাগের বাস,—
সুখের বাধা বাঁধন কেটে
বের হলো সুভাষ ॥
তড়িৎ বেগে ছুটল কাজে,
মানল না সে কিছু।
দেখলে না সে বিপদ কি যে
আসচে পিছু পিছু ॥
মরণ বাঁচন সীমায় সে আজ—
খেয়াল তবু নাই।
এমন পাগল বলেই ত দেশ
বলছে—“প্রাণের ভাই ॥”

———



সুভাসচন্দ্র বসু

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঢল ঢল মা'র করুণ নয়ন,
ছল ছল চোখে সে কোন্ বচন,
নীরবে হৃদয় করিয়া মথন—
জাগিল যেদিন আকুল করিয়া নিশার স্বপন মাঝে।
সাজায়ে নবীন তরুণ বাহিনী,
ছড়ায়ে বাতাসে আগুনের বাণী,
ছুটিল উপেন কাহারে না মানি—
ঘুচাতে মায়ের শৃঙ্খলভার—ঐ যে চরণে বাজে ৷৷
ধ্বংশের বেশে মতিল পাগল,
দুয়ারে দুয়ারে ভাঙ্গিল আগল,
বিপদ বাদলে বাজিল মাদল,
উঠিল ভাসিয়া আঁধারের বুকে মরণ-বিজলী-রূপ।
ভাগ্য দেবতা ফুঁসিয়া ফুঁসিয়া,
উঠিল বিষম রোষেতে রুষিয়া,
লইল শাসনে শোণিত শুষিয়া,
বন্দীশালার বন্ধনে শেষে হলো রণ-গীতি চুপ্ ৷৷

ঢেকে ঢুকে চল্‌তে কভু
চায়নি বারীন্‌ ঘোষ ।
বল্‌তো—"বাঁধন সইব না আর—"
এই ছিল তার দোষ ॥
ভাব্‌লে পাগল ভাঙ্গ্‌বে আগল
আপন্‌ বাহুবলে ।
হায়রে, কারার পাষাণ প্রাচীর
হাস্‌ল নানান্‌ ছলে ॥





বারীন্ ঘোষ

গাজী কামাল পাশা

ণ-এর মত নুইয়ে থাকা

যৌবনে কি সাজে ?

বাঁচ্‌তে হবে—জাগ্‌তে হবে—

বক্ষে ধ্বনি বাজে !!

বল্‌চে কামাল্‌ "সামাল ওরে—

চল্‌রে আগে চল্‌ ।

চল্‌রে আগে—নইলে দেখ্‌ ওই—

সাম্‌নে রসাতল্‌ ॥"

সার তারকনাথ পালিত

তারকের সম হে তারক-নাথ

আছিলে গো ধন-পতি

সে ধন বাণীর সঁপিয়া সেবায়

হলে প্রিয় দেশ-পতি ॥

ধনের মালিক আছে ত হাজার,

কেবা চিনে বল কারে ?

দশের সেবায় যেই ধন দেয়

সকলেই নমে তাঁরে ॥

লেনিন

থালায় তোমার মণ্ডা-মেঠাই

হরেক রকম রস ভরা ;

জান্‌ছ কি গো লক্ষ দীনের

রক্তে ওযে সব্‌ গড়া ?

বল্‌লে লেনিন্‌ কঠোর স্বরে

—"সমান ভাগে খাও ধনী !

ঐ যে প্রলয়—বিপদ ঘনায়—

গর্‌জে শুন তার ধ্বনি ॥"



দাদা ভাই নৌরজী



স্যার রাসবিহারী ঘোষ

দাদা-ভাই ছিলে দাদা ভাই সম
ভারতের দরদী।
তোমারে হারায়ে বল দেখি দাদা
কাঁধে কার ভর-দি ?
সুদূর বিদেশে বসিয়া মরমী,
মোদের দুখেই কেঁদেছ।
পরাণের টানে দেশের সবারে
প্রণয়ের ডোরে বেঁধেছ ॥

ধন্য বিপুল ধনের মালিক
বিশ্ব-জ্ঞানের ভাণ্ডারী।
ঘোর বিপদে দিক্‌হারাদের
তুমিই ছিলে কাণ্ডারী ॥
দেখাতে পথ অন্ধ-জনে
ধন দিলে ওই বিদ্যাপীঠে।
আপন ভোলা জীবন তোমার
লাগছে বঁধু খুব্ মিঠে ॥

কবি নবীনচন্দ্র সেন

নব নব সুরে হে নবীন কবি
বেঁধেছিলে তব বীণার তার।
তোমারি দীপক রাগিনী দীপনে
ঘুচিল যুগের অন্ধকার॥
পলাশীর বনে সে কাল্ প্রভাতে
কেঁদেছিল কবি তোমারি বীণ্।
জ্বলে ওঠে প্রাণে অতীতের জ্বালা
স্মরিলে সে ঘোর দুখের দিন॥
অতীত ভারত-গৌরব-গান
শোনালে নিত্য কত না সুরে!
আজি সে গভীর চেতনার গীতি
বাজাও সুপ্ত হৃদয় পুরে॥



সার পি, সি, রায়

পথ-ভোলা এক চাঁদেরি মতন

পি, সি, রায় দেশ-মাঝারে,

৪৯

আপন কিরণ ঢালিতেছ, সবে

পথটি দেখাতে আঁধারে,

আপনার লাগি রাখিলে না কিছু,

সকলি বিলায়ে দিলে!

আশীষ করিও, মোদেরো কপালে

যেন এ সুযোগ মিলে॥

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ফসল ফুলের ফলিয়ে গেলে

বঙ্গ বাণীর কাননে,

তোমার হাতেই বাজ্‌ল মধুর

কুহুধ্বনি কেকার সনে॥

দীপ্ত রবির আলোক রথের

নওগো মলিন ছায়া তুমি,

আপন মনে সঙ্গোপনে

গড়লে নূতন চলার ভূমি॥

বক্ষে ছিল প্রেমের নির্ঝর,

চক্ষে তড়িৎ দীপ্তি গো।

কণ্ঠে কঠোর শাসন বাণী,—

ভাঙ্গল জড়ের সুপ্তি গো॥

শেষ না হতে কুঁড়ির জীবন

বোঁটার বাঁধন টুট্‌ল রে।

হায়রে মায়ের কণ্ঠ মাণিক—

কোন লুঠেরা লুট্‌ল রে?





মিসেস এনি বেসাণ্ট

বল দেখি ভাই বিদেশিনী হয়ে
বিবি বেশান্ত সম,
কাঁদে কার প্রাণ ভারতের লাগি
ভাবি নিজ প্রিয়তম ?

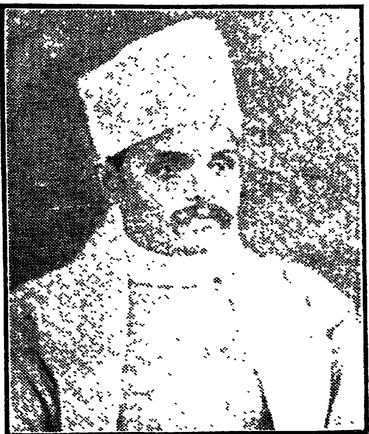
এ যেন দুখিনী ভারত জননী
মানুষের বেশে আসি,—
আপনার দুখ জানায় সবারে
নয়নের জলে ভাসি।

ডি, এল্, রায়

ভকত তোমার ভাবের নেত্র
হেরিল ভারত জননী রূপ।
বুকের লোহিত শোনিতের রাগে
আঁকিলে মূরতি কি অপরূপ॥
ধোয়ালে চরণ নয়ন-সলিলে,
অর্ঘ্য প্রাণের করিলে দান।
গাহিলে মন্ত্র—"স্বদেশ আমার—
স্বর্গ আমার—আমার প্রাণ॥"

মদন মোহন মাতালে আজিকে
ঘুমে অচেতন ছিল যে জাত্।
আপন জীবন আলোকে উজলি'
কাটালে হিঁদুর এ ঘোর রাত্॥
মরণের ভয় করনাক তুমি
ধরমের বল্ জেনেছ সার।
লহ লহ বীর, হে দ্বিজ-তনয়,
ভকতির এই কুসুম-হার॥

যত দিন এই ভারতে রহিবে
ভারতের নারী ভারত-নর।
সুখে আনন্দে লবে তব নাম,
কেহ না কহিবে তোমারে পর॥
অজস্র ভারত-রমণীর দুঃখে
উঠেছিল কেঁদে তোমার প্রাণ।
বুকের তপ্ত শোণিত-বিন্দু
করে গেছ তাই দেশেরে দান॥



মদন মোহন মালব্য



আনন্দমোহন বসু



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবি রাজ কবি উজ্জ্বল ছবি,

ছড়ালে জগতে কি আলো ছটা !

বাণী বনে একি রাজ-সমারোহ,—
কিবা অপরূপ পূজার ঘটা !
'ভারত কেবলি বিলায়েছে সব্,
ভোগী হতে কভু চাহে ত নাই,—
জগতে সবারে দিতেছ জানায়ে
ভালবেসে বলি সবারে ভাই ॥
জংলা সে মেয়ে বাংলা মায়েরে
সাজায়েছ কি বা রাজরাণী !
লহ এ প্রণতি বাণীর তনয়,—
বস এ হৃদয়-আসন টানি ॥





লালা লাজপৎ রায়

লালা লাজপৎ চির-দুখ-পথ
বেছে নিলে নিজ জীবনে।
ভাবিলে এ সুখ ধন পরিজন
মিছে, মা'র সেবা বিহনে॥

পঞ্জাব হতে সকল ভারতে

ভ্রমিছ অধীর চরণে।

বুক্‌ভরা যাঁর বল্ আছে তাঁর

কি বা ভয় দুখ মরণে?

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

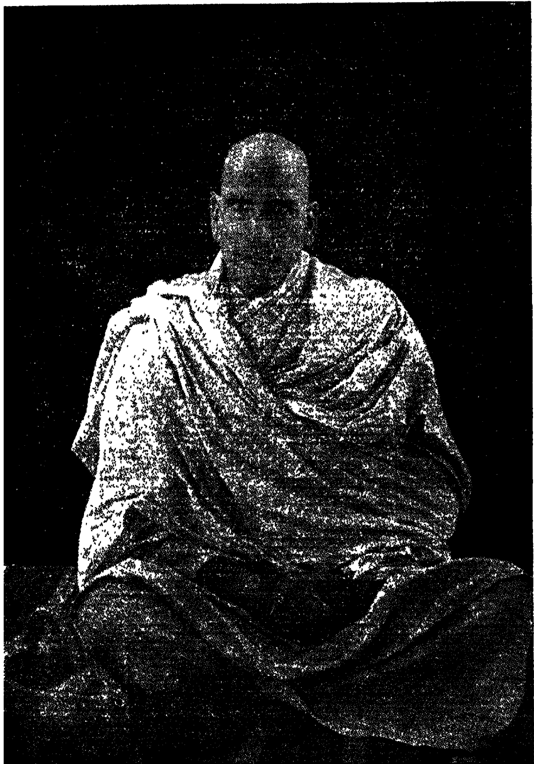
বসেছে ব্রজেন ঋষির আসনে

বাণীর ধেয়ানে মগন হয়ে।

ভারত তনয় হবে তব জয়,

ফিরিবে সফল সাধনা লয়ে॥





স্বামী শ্রাদ্ধনন্দ

শকতি তোমার রহিবে অমর

হে সাধু শ্রদ্ধানন্দ বীর !

গেছে দেহ তব প্রাণ বেঁচে আছে

শত শত প্রাণে ধরণীর !!

পথের পথিক আছিলে হে তুমি,

দশের লাগিয়া দিয়েছ প্রাণ।

সবার সোনার মরম-আসন

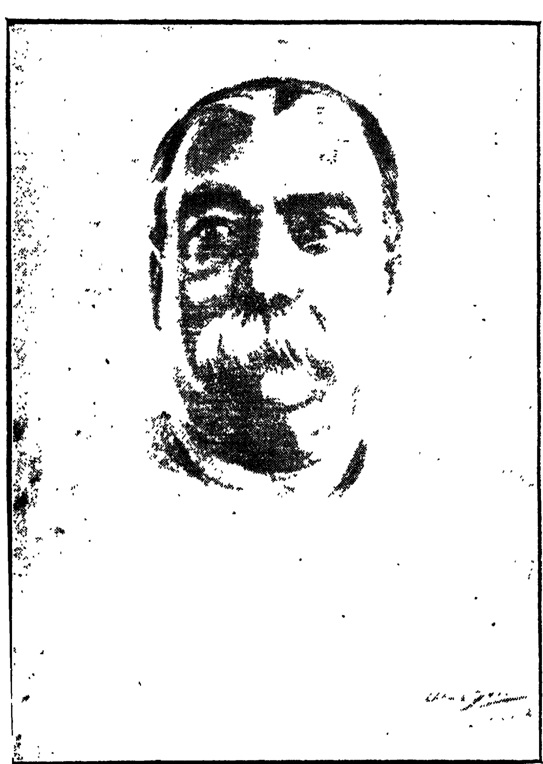
আজিকে তুমিই পেয়েছ দান ॥



সার আশুতোষ চৌধুরী

ষড়ানন সুরবীর যে অমিত বলে,—
ঘুচাইল চিরতরে দানবের ছলে ;
আশুতোষ, সেই বলে সেই তেজে মাতি—
চেয়েছিলে ঘুচাইতে এ দুখের রাতি ।
পূরে নাই সব আশা ; তবু তব প্রাণ
করমের পথ খানি করে গেছে দান ॥



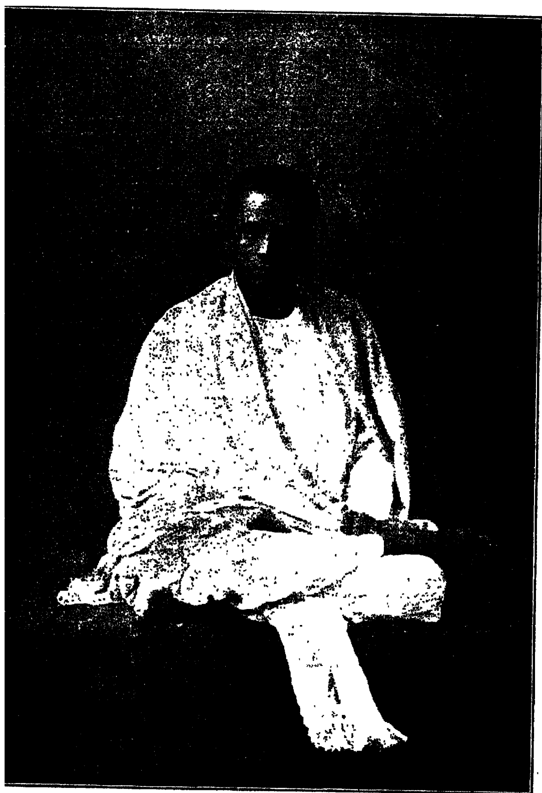


সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সরস্বতীর তুমি হে তনয়,
আশুতোষ, চির বিজয়ী বীর।
হিমালয় সম উঠেছিল জাগি
আকাশ ভেদিয়া উজল শির॥
নয়নে তোমার ছুটিত আগুন
বচনে উঠিত অশনি নাদ।
বৈরী পরাণে জাগাইলে ভীতি,
ঘুচালে ভীরুতা সে অপবাদ॥
জননী-বঙ্গ-ভাষারে আনিয়া
বসালে রতন-আসন পরে।
জ্ঞানের গোলাপ ফুটালে দেশের
ঊষর যতেক কানন ভরে'॥

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

হায় আজি মহা-
ঋষি দেবেন্দ্র
কোথা তুমি জানা নাই।
হেন দয়াবান্
ভকত পরাণ
আর নাহি খুঁজে পাই ॥
ছাড়ি সংসার
বনের মাঝার
বিভু কৃপা-কণা আশে,
ধেয়ানে সিদ্ধি
লভিয়া ধীমান
চলিলা স্বরগ বাসে ॥



অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ক্ষয়হীন যশ অবনী তোমার

উজলিল আজি ধরণী।

বাণীর চরণ-সরোজ-পত্রে

হের ঐ লেখা "অবনী"।

লীলা চঞ্চল নিখিলের রূপ

ধরা দিল তব তুলিতে।

প্রাণময় রূপ গড়েছ এমন,

নাহি পারে আঁখি ভুলিতে॥



শঙ্করাচার্য্য

জয় নর-শঙ্কর,

শঙ্কর-প্রিয়

জয় ভয়-বঞ্চিত

চির বরণীয় !

নয়ন বিমোহন

সুন্দর তনু ;

উজ্জ্বল উন্নত

রক্তিম ভানু ।

পাপময় পঙ্কিল

অন্ধ-নিশি,

আবরি' নিমজ্জিল

সর্ব্ব দিশি ।

প্রতিভার বর্ত্তিকা

জ্বালিয়া ভালে,

দর্শণ দিলে নীল
প্রাচী-র থালে।
জ্ঞানালোকে রঞ্জিয়া
অন্ধের প্রাণ,
মায়াময় বিশ্বের
শুনাইলে গান !
সনাতন ধর্ম্মের
রক্ত-কেতন—
উড়াইলে ; বিস্মিত-
বৌদ্ধ-শ্রমণ !
প্রদীপ্ত জ্ঞানময়
দুর্জ্জয় জীব !
জয় জয় শঙ্কর
হে নর-শিব ॥

নট চূড়ামণি-গিরিশ ঘোষ

অচল সম উচ্চ ছিল
গিরিশ তব জ্ঞানের চূড়া।
বিভোর হলো বঙ্গ তব
পান করে ও-প্রেমের-সুরা॥
জ্বালিয়ে দিলে হাজার ফানুস্
রং-ভরা নাট্য-গগন ভরি।
নটের সেরা, রসের ফুলে
তাই তোমারে বরণ করি॥



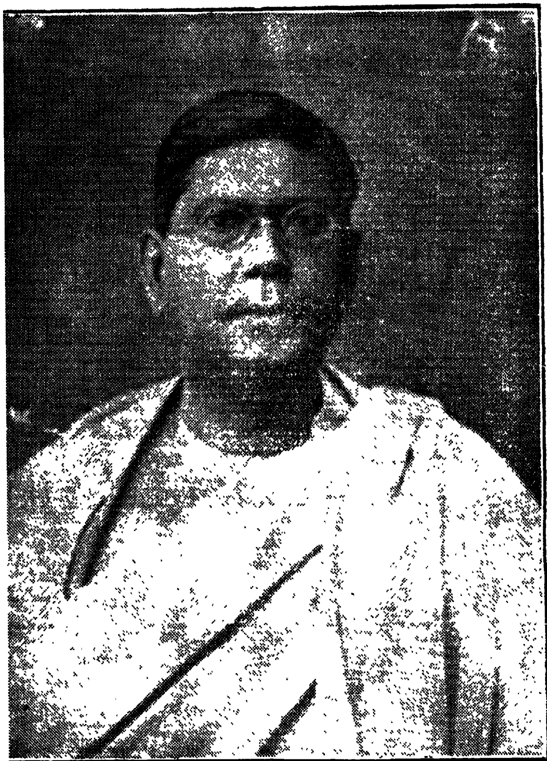
ভারতবর্ষ

ভারত আমার, ভারত আমার,
স্বদেশ আমার, আমারি প্রাণ।
জননী আমার, স্নেহের আধার,
লহ এ ভকতি-অর্ঘ্য দান ॥

জনমিয়া যবে কিছু বুঝি নাই,
তোমারি কোলেতে পেয়েছিনু ঠাঁই,
তোমারি ধূলার অঞ্চল কোণে
হলো মা শৈশব অবসান।
জননী আমার স্নেহের আধার,
লহ এ ভকতি-অর্ঘ্য দান ॥

তোমারি আকাশ, তোমারি বাতাস,
করিল এ দেহে জীবন প্রকাশ,
তোমারি আলোকে ভরিল হৃদয়,
উজলিল মোর দুই নয়ান।
জননী আমার, স্নেহের আধার,
লহ এ ভকতি-অর্ঘ্য দান ॥

তোমারি কৃপায় বাড়িল জীবন,
বুঝিনু জগতে জননী কি ধন,
তাই তব দুখ অবসান আশে
ফিরিতেছি ভুলে মানাপমান।
জননী আমার স্নেহের আধার,
লহ এ ভকতি-অর্ঘ্য দান ॥
মিটাইছ তৃষা নদী জলধারে ;
ক্ষুধারই অন্ন দেছ ফল-ভারে,
সুখে দুখে মাগো, জীবনে মরণে
তোমারি অঙ্কে দিতেছ স্থান।
জননী আমার, স্নেহের আধার,
লহ এ ভকতি-অর্ঘ্য দান ॥



দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

নিজেরে ভুলিয়া,
দেশেরি লাগিয়া,
বিলায়ে গিয়েছ বিত্ত।
জন-গণ-মন,
করেছ হরণ,
ও অমর প্রেমে নিত্য ॥
সান্ত্বনা হারা
সিন্ধু-রাগিনী
ফুটিল তোমারি সঙ্গীতে।
মৃতের বক্ষে
নাচিল পরাণ
তোমারি জীবন ভঙ্গিতে ॥
তোমারি সজল
নয়নে ঝরিল
জননীর ব্যথা খানি।

আগুনের ফুল

ললাট আগুনে
জ্বলিয়া উঠিল
"মাঁয় ভুখাঁ হুঁ"র বাণী
পদে পদে বাধা,
শৃঙ্খল ভার
বড় বেজেছিল চরণে।
তাই প্রাণ পণ,
করে গেছ রণ,
থুথ্‌কারি অরি মরণে॥
হে বীর সেনানী,—
যুঝিয়াছ বটে,
করনি রক্ত পাত্‌।
ত্যাগের অনলে
লোভীর লালসা
করেছ ভস্মসাৎ !!

বালগঙ্গাধর তিলক

কি যে তব নাম, কোথা তব ধাম,
কোন জন নাহি শুনিতে চায়।
কহে শুধু—"আজি ভারত তিলক,
কোথায় লুকালে বলনা হায় !!"
জননীর ভালে ছিলে গো উজল
রক্ত রবির বিন্দু গো !
পর পদাঘাতে হলো উন্মাদ
তোমারি হৃদয় সিন্ধু গো !!
বজ্র নিনাদে উঠিলে গরজি,
হে বীর কেশরী শঙ্কাহীন্ !
ধক্ ধক্ ধক্ জ্বলিল নয়নে
বিজলীর লেখা আঁধার লীন্ !!
শিবাজী-সাধক হে বীর মারাঠী,
মুক্ত সাহস-কৃপাণ করে,—
'স্বাধীনতা চির জনমের ধন'
গিয়েছ জানায়ে ভারত ভরে !!

শ্রীগৌরাঙ্গ

শচীর দুলাল,

রে ননী গোপাল,

কে বলে,—নিমাই নাই রে নাই !

ঘরে ঘরে শিশু

কিশোরের মাঝে

আজো যে গোরারে দেখিতে পাই ?

মা'র হাত ধরে

গুটি গুটি চলে,

নাচে হেলে দুলে ধিন্-তা-ধিন্ ।

আধ আধ ভাষে,

ও-মধুর হাসে,

বেজে ওঠে তাই পরাণ-বীন্ ॥

সন্ধ্যায় মা'র

তুলসীতলায়

গাহে বাহু তুলে হরিবোল্ ।

ঘরে ঘরে যত

শচী-মা'র বুকে

জাগায়ে স্নেহের দোদুল্ দোল্ ॥

নীল সরোবরে,

তটিনীর নীরে,

কিশোরেরা জল খেলাতে মাতে।

মনে হয় গোরা

খেলিতেছে যেন

আমাদেরি যাদুমণির সাথে ॥

গোরা যে মোদের

চির আপনার,

এনেছিল প্রেম বিলায়ে দিতে।

প্রেমে গলে আজ

সে গোরা মোদের

রয়েছে গোপন নিভৃত চিতে ॥

বুদ্ধদেব

শুদ্ধ শান্ত অপাপ বিদ্ধ
প্রণমে বুদ্ধ তোমারে দীন !
তোমারি শুভ্র জ্ঞানালোকে দেব
দীপ্ত কর এ জীবন ক্ষীণ ॥
চেয়ে দেখ দেব হৃদয় মাঝারে
রহিয়াছে যাহা সঞ্চিত।
শ্রেষ্ঠ তোমার জীবনের দানে
কোরোনা আমারে বঞ্চিত ॥
যাহা কিছু সৎ, সত্য, মহৎ
দাওগো আমারে বুঝিতে দাও।
অশ্রু-শিক্ত ভকতি-অর্ঘ্য
হে করুণ, করে তুলিয়া নাও ॥



কবি রজনীকান্ত সেন

ভূষণ তুমি হে কবির কুলে,

তারা মাঝে যেন চন্দ্রমা।

সঙ্গীত মাঝে যথা সামগীতি,

দেবাদি দেবের বন্দনা॥

বীণা-পদতলে বসিয়া বিরলে

হে কবি, সপ্ত সুরে—

সাধিলে গভীর সাধনার বীণা,—

ধ্বনিল জগত জুড়ে॥

মুগ্ধা হইলা জননী গঙ্গা,

উছল ভাবের রসে।

কতনা শান্তি লভিল বঙ্গ—

শান্ত করুণা-পরশে॥

পতিতের লাগি তোমারি নয়নে

ঝরিল বেদনা-বারি।

মঙ্গলময় মূরতি দেখালে

যবনিকা অপসারি॥

হে-রামকৃষ্ণ, চরণামৃত
ভকতবৃন্দ করিছে পান।
অমৃত আশীষ বরষিয়া দিলে—
মৃতদেশে নব জীবন দান॥
শুষ্ক জ্ঞানের মরুর মাঝারে
হওনিক কভু দিক্-ভুলা।
স্বচ্ছ প্রেমের নির্ঝর স্রোতে
বেয়ে গেছ' সোজা দিন্ গুলা॥
প্রেমের শকতি পূর্ণ ও-প্রাণ
ক্ষ্যাপার পরশ পাথর সম,—
যা ছুঁয়েছে তাই সোনা হয়ে গেছে:
করেছে উজল গভীর তম॥
ভকত শ্রেষ্ঠ বিবেকানন্দ
তোমারি মুক্ত প্রেমের ধারা,—
জগতের প্রাণে ঢেলে দিল এনে,
জাগিল বিশ্বে নূতন সাড়া!!



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

প্রেমময় তব প্রাণের পরশে
চিনিল তোমারে—জগত-জন।
শ্রদ্ধার ফুলে পূজিবে তোমারে
ভক্তি-প্রণত ভারত-মন॥



সি, এফ, এণ্ডরুজ

এসেছে মানুষ এক এণ্ডরুজ্ নাম।
দুখের আলয়ে তাঁর চির সুখ-ধাম ॥
নাই তাঁর বাড়ী ঘর —আপনার জন।
জগতের সকলেই প্রিয় ভাই বোন্ ॥
সাদা কালা ছোট বড় ভেদ নাহি মানে।
ভালবেসে সবে তাই পূজে মনে প্রাণে ॥

লালাবাবু

"ঐ বেলা চলে যায়", ছোট মেয়ে কেঁদে কয়,
শুনে তাই লালাবাবু উঠে চমকিয়া।
গামছাটি কাঁধে লয়ে, কত আন্‌মনা হয়ে,
ছুটিয়া চলিল কোথা রাজপথ দিয়া ॥
কহে সবে "কোথা যাও,— বারেক ফিরিয়া চাও,
সংসার পরিজন ডাকিছে তোমায়।"
লালাবাবু কেঁদে কয়, "হায় বেলা চলে যায়,
আর কি থাকিতে পারি হেথায় হোথায় ?

কেশবচন্দ্র সেন

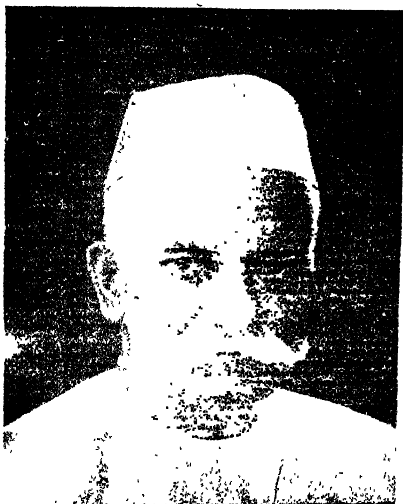
গৌরবে তব দেব গরব করি।
পাইনি পূজিতে তোমা পরাণ্ ভরি॥
হে কেশব, তব যশ-সৌরভ রাশি।
মাতায় এ মৃত প্রাণ, পুলকে ভাসি॥
সমাজের পাপ তাপ করিতে মোচন।
শুনায়েছ অগ্নি ভরা সতেজ বচন॥
পীড়িত এ দেশ আজি তোমারি মতন
সেবকের সেবা পেতে করে-আকিঞ্চন॥

গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়

সংশয় নাহি হয় কোন মতে কিছু:
মন যবে গুরুদাস ধায় তব পিছু॥
সংসার করে গেছ জনকের মত।
দেখায়েছ সংযম হয়ে সংযত॥
স্মরণে তোমারি নাম নত হয় শির।
তব নামে চোখে জল ঝরে ধরণীর॥

মাইকেল মধুসুদন দত্ত

নমঃ কবি-কুল-শ্রেষ্ঠ শ্রীমধুসূদন !
বাণীর পরম প্রিয় হে বঙ্গ-ভূষণ,—
নিবীড় তামস মগ্ন—অচেতন ঘুমে—
ছিল যবে এ ভারত, এই বঙ্গভূমে
দেখাইলা কি অপূর্ব্ব প্রতিভার খেলা
হৃদয় উজল করা। কত রস-মেলা
মিলাইলা ভারতীর ভাবের অঙ্গনে।
সঘন জলদাবৃত গগন প্রাঙ্গনে
আজো যেন গর্জ্জি ওঠে তব "মেঘনাদ"
সুগম্ভীর মেঘ মন্দ্রে ; সভয়ে লুকায় চাঁদ।
আরো কত জাগে মনে, বর্ণিতে না পারি ;
ক্ষমা কর হে মনিষী—স্বপন-ভাণ্ডারি !
বঙ্গ-মনঃ-কোকনদে হে মধুর মধু,—
রবে চির অফুরন্ত ;—প্রিয়তম বঁধু !!



পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু

চাঁদপানা মুখখানা তব মতিলাল।
কমলার প্রিয় তুমি আদুরে দুলাল॥
এ বয়সে করেছ যা এদেশের লাগি।
রহিবে উজল হয়ে সব হৃদে জাগি॥

রাজা রামমোহন রায়

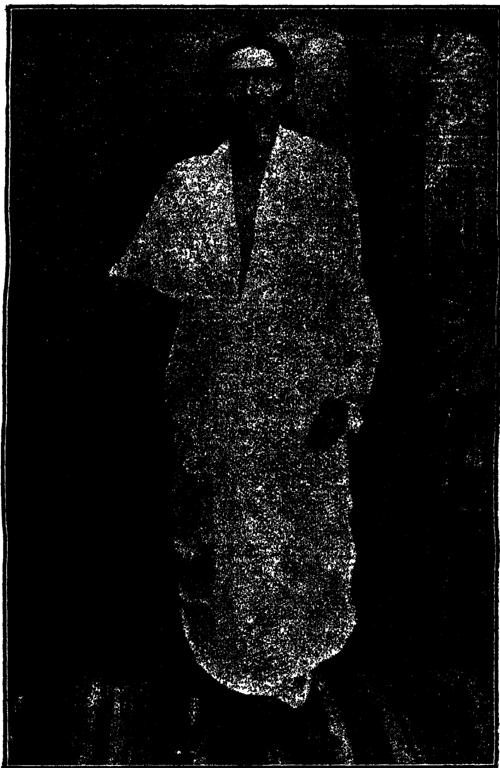
দেশের দুখে দহিলকার
প্রথম প্রাণ মন ?
সে আমাদের রাজা ওগো— ;
রাজা রামমোহন !
দেখে দেশের ধরম করম
পাপে নিমগন,—
আকুল হয়ে কেঁদেছিল—
কোন্ সে মহাজন ?
সে আমাদের রাজা ওগো ;
রাজা রামমোহন !
সম্পদ সুখ স্নেহ প্রণয়
দিয়ে বিসর্জ্জন
ব্যাকুল বেগে বাহির হলো
সে কোন্ মহাজন ?
সে আমাদের রাজা ওগো—
রাজা রামমোহন।

স্বাধীনতার বাণী প্রথম
বল গো কোন্ জন,
গভীর স্বরে ভারত ভরে
কৈল উচ্চারণ ?
সে আমাদের রাজা ওগো—
রাজা রামমোহন !
সেই মাণিকের পরশ লভি
ধন্য ভারতবর্ষ।
তাঁরই তেজে উঠ্ছে জেগে
উষার নবীন হর্ষ।
প্রণমি তায় নতশিরে—
উদ্দেশে তাঁর শ্রীচরণ।
ভারত চির ঘোষিবে জয়,
ধন্য রাজা রামমোহন ॥

বিবেক শুনালে বিবেকের বাণী
সকল ভুবনময়।
বাঙ্গালীর ছেলে ধরমের বলে
করিলে জগত জয়।
যেই ভারতেরে হেলায় বিদেশী
কাছে নাহি দিত ঠাঁই;
তাঁরি তেজে তাঁরা পরাজয় মানি
কোল্ দিল বলি ভাই।
বাঁচাল বাঙ্গালী ভারতের মান
নিখিলের দরবারে।
ভারতের প্রাণে হবে পূজা তাঁর
চির প্রীতি-ফুল-ভারে॥



স্বামী বিবেকানন্দ



শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ

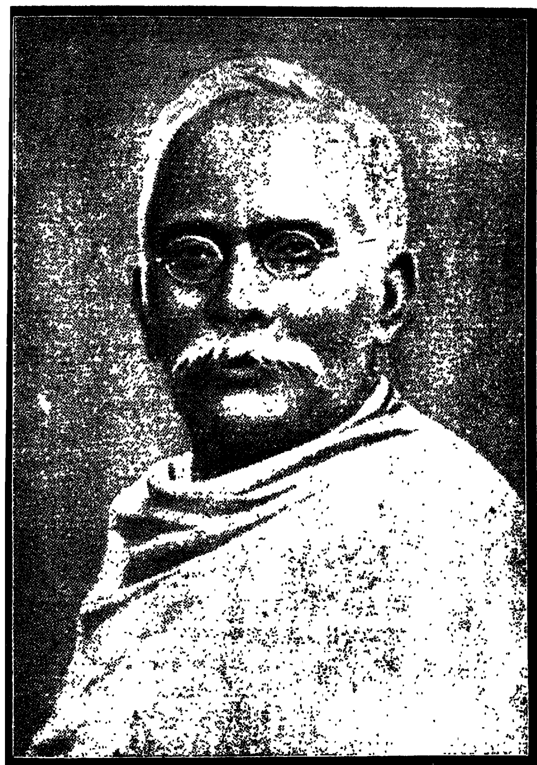
অরবিন্দ আমাদের সাধনার ধন।
ভাবিতে দেশের হিত সদা নিমগন॥
যশ মান সুখ সবি ভুলিয়া বিদেশে,
নীরবে যাপিছে দিন অতি দীন বেশে।
"—অধম এ অধীন দেশে লভি দৈববল,
জয়েরে আনিব জিনি" কহে সে কেবল।
হে জগৎ-পতি তাঁর পূর্ণ কর আশা।
ঘুচায়ে সকল বন্ধ সত্য কর ভাষা॥



অশ্বিনী কোথা তুমি বাংলার প্রাণ ;—
স্বজন স্বদেশ ভুলি করিলে প্রয়াণ ?
বরিশাল তোমা বিনে হয়েছে আঁধার।
গেছে হাসি, নাহি তাঁর বিরাম কাঁদার ॥
নিরাশায় আশা দিবে তুর্ব্বলে বল্।
নাই কেহ, আছে সেথা কলহ কেবল্ ॥
জানি তব নাই কায়া, মায়া তবু আছে।
আশীষ করিও দেব, দেশ যেন বাঁচে ॥

অম্বিকাচরণ মজুমদার

ফরিদপুরে, ফরিদ্ সম, অম্বিকাচরণ,
উঠ্‌লে জেগে বিপুল বেগে, সে কি শুভক্ষণ !
কণ্ঠে তোমার ঝঙ্কারিল আগুন-বীণার তার।
বল্‌লে হেঁকে, "মায়ের কাঁদন ঘুচাব এইবার ॥"
জেগে তুমি, জাগালে দেশ, ভয় ভাবনা নাশি।
মরেও তুমি রইলে অমর, দেখ্‌চি আজো হাসি ॥



অশ্বিনীকুমার দত্ত

কোথা তুমি বঙ্কিম,
ভারতীর প্রিয়,
বঙ্গের যুগ দূত্,—
ওগো বরণীয় !
ধেয়ানে জানিয়া মা'র
মূরতি মধুর,—
ভকত, সাজালে সাজে
নবীনা বধূর !
রতনে সাজিলা কিবা
কাঙ্গালিনী মা' !
জুড়ালে নয়ন, হেরে—
রাঙ্গা দুটি পা' !!
ঘরে ঘরে বঙ্গের
বাণী—মন্দিরে,—
তুমিই জাগালে গান
প্রাণ-মঞ্জিরে !

আগুনের ফুল

নয়নে জ্বালিয়া দিলে
বিজলীর জ্বালা,
বাসনার ধূপ-ধূম
কস্তুরি ঢালা !
ভকতির অশ্রু সে—
গঙ্গার নীর,
অর্ঘ্য সে হৃদয়ের
লাল জবাটির,—
হে ভাবুক, ঢেলে দিলে
মা'র পদ মূলে ।

কাননে কূজিল পিক্,
প্রাণ গেল খুলে ॥
বাণী-বন ভরা আজি—
স্বপনের ফুল ।
মধুকর-কবিকুল—
গুঞ্জে আকুল ॥
তব ভাব-রস পিয়ে
রসময় প্রাণ ।
জীবনের সেরা যাহা
লহ সেই দান ॥





বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নিত্যানন্দ

নদীয়ায় গোরা ভাসে প্রেম-নীরে
উথলায় প্রেমবান।
ও-চাঁদ-বদনে হরি নাম শুনে
গলেরে পাষাণ প্রাণ ॥
গোরা কহে ভাই, আয়রে নিতাই,
শোনারে মধুর নাম।
ও-নাম শুনিলে প্রেমের সলিলে
হয় রে শীতল কাম ॥
প্রেমেতে বিভল চরণে চপল—
নাচিয়া নিতাই কয়,—
গোরার প্রেমের পরশেতে মোর
প্রাণ হলো মধুময় !!
নয়নের দিঠি খুলে গেছে মোর,
খুলেছে হৃদয়-দ্বার।
সঙ্কোচ যত ঘুচেছে আমার,
কেঁটেছে মনের ভার !!

আপনার মাঝে আপনারে আমি
ধরিয়া রাখিতে নারি।
নিখিলেরে আজি হয় নিতে সাধ—
এই বুকে আপনারি॥
দূরে দূরে কেন ?—আয় আয় ভাই—
বুকে বুকে ছোঁয়া নে !
হরি-নাম নিয়ে নিখিল ভকত
চরণের ধূলা দে !!
অন্ধ আতুর কাঙ্গাল মজুর
তোরা যে আমারি ভাই।
তোরা যে আমারি প্রাণের কানাই,—
আমি যে তোদেরি রাই !!
দুটি বাহু তুলে, প্রেমে হেলে-দুলে,
হাসিয়া মধুর হাসি,—
অধরে অধরে সুমধুর স্বরে—
বাজারে নামের বাঁশী॥

ও-নাম শুনিয়া পরাণের মধু
নয়নে গলিয়া যাক্ ।
প্রেমের স্বপনে হইয়া মগন
বিশ্ব ডুবিয়া থাক্ ॥

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

মানুষেরে কহে নর, সেরা ধরা মাঝে ।
দেবতারা আরো বড় স্বরগেতে রাজে ॥
দোষী যত দেবতারা নর হয়ে আসে ।
পূণ্যের বলে নর বসে দেব পাশে ॥
সেই মত ঈশ্বর দয়া-প্রেম বলে,
হইলা দেবতা হেথা এ ধরণী-তলে ॥
যাবৎ জগৎ মাঝে রবে এক প্রাণী,
পূজিবে গো ঈশ্বরে দেবতা সে জানি !
নরদেহ ছাড়ি দেব, হয়েছ অমর ।
থাক হয়ে সুরলোকে যেন প্রভাকর !!



শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু

বাংলা মায়ের মানস কমল দূরের পরবাসে,—
ফুট্‌ল একা একটি কোণে কে জানে কোন্ আশে ?
মনের বীণে বাজ্‌ছিলো তাঁর একটি করুণ সুর ;
সেই সুরেতেই ফুট্‌ল মায়ের বেদন সুমধুর !

শান্তি ভরা কুলায় ছাড়ি মুক্ত আকাশ-তলে,
বাঁধ্‌ল আলোর মুক্তি-নিবাস বিপদ পায়ে দলে' !
ভারত-প্রিয় "বুল্‌বুলি"—তাঁর ছন্দে ভরা কথা ;
কথার ফুলে আগুন ছরায় বহ্নি-সে-হেম-লতা !
সাগর-সীমায় রয়নি বাঁধা প্রাণের পরশ তাঁর ;
অস্ত-পারের সাগর-শিশু জানায় নমস্কার !

শ্রীযুক্তা সরলা দেবী

বাংলার সুকোমল শ্যামাচল কোণে,
বিধাতা দিয়েছে এক ফুল সযতনে ॥
রূপে রসে বাসে তাঁর দেশ ভরপূর ।
ভারতের অবসাদ ঘুচালে প্রচুর ॥
সরলার সাদা প্রাণ—শেফালির ফুল,—
মায়ের পূজার থালে শোভিছে অতুল ॥
বাংলার বন ফুল, বাংলার মেয়ে,
ডাকে ঐ সকরুণে মার' নাম গেয়ে ;—
"আর কেন ঘুমে ভাই, রাত্রি ত' যায় !
পূজার সময় হলো, আয় উঠে আয় !!"

জয়দেব

কোথা তুমি দেব—ওগো জয়দেব,

উন্মাদ প্রেম-ভিখারী !

আজো যেন তব বিরহের গান

উঠে অন্তরে ফুকারি !!

তটিনীর তটে, পল্লীর বাঁটে,

সান্ধ্যার সমীরণে,—

রাগিণী তোমার কহে যেন ডাকি

আমারে সঙ্গোপনে,—

দিবসের খেলা শেষ হয়ে এলো,

নিবু নিবু হলো আলো।

নামিছে সন্ধ্যা কালো ছায়া মেলি,

প্রেম-দীপ্ বঁধু জ্বালো ॥

করম ক্লান্ত জীবনের ধারা

থির হয়ে আসে ধীরে।

রজনীর কম নিদ্ ভরা কোল্

ডাকে ওই ধরণীরে ॥



সান্ধ্য-আরতি মন্দিরে বাজে,
দিনের সাধনা শেষ।
চন্দন-ধূপ-চর্চ্চিত ধূমে
লুটায় বাসনা-লেশ ॥
দূরে নীল-পরী-বাগিচায় ফোটে
তারা ফুল থরে থরে।
শেষ খেয়া নিয়ে মাঝি বেয়ে যায়,
গাহে জল কলস্বরে ॥
নাহি আর বেলা, শেষ হলো খেলা,
রাখালের বাঁশী কাঁদে।
উদাস্ পূরবী জড়াইছে মন্
সুদূরের মায়া ফাঁদে ॥
খেলা যদি শেষ, আর কেন তবে ?
চল বঁধু চল ফিরে।
বাসনার যত জ্বালা পড়ে থাক্
প্রেম-যমুনার তীরে ॥

"জননী বঙ্গ-ভাষা! এ জীবনে
চাহি না অর্থ চাহি না মান!
যদি তুমি দাও তোমার ও-দুটি
অমল কমল চরণে স্থান!!"

(দ্বিজেন্দ্রলাল)

